The early phase of Indian Freedom Movement: Sem - IV, Paper - X - Hons S. Biswas P—1

Q1.Write a critical note on the historiography of Indian Nationalism. Or,Discuss the recent debates Nationalism against imperialism.(ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক চরিত্র বিশ্লেষণ কর।)

Ans:--ভারতের জাতীয়তাবাদীদের ইতিহাস আলোচনা করলে একটি মূল সমস্যার কথা মাথায় রেখে আলোচনা করা উচিত। এই ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে ভারতের বিভিন্ন জাতির প্রসঙ্গ বার বার এসে পড়ে। এই জাতিগুলি প্রত্যেকটি স্বত্যন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের পটভূমি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলো গুরুত্ব পায়। জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে অনেক বিতর্ক। এর উৎস ও স্বরূপ নিয়ে বাদানুবাদের অন্ত নেই। ৬০-এর দশকে এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের লেখা রচিত হয়। লেখার দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ সত্ত্বেও কিছু সমদৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। মোটামুটি ভাবে মনে করা হয়, জাতীয়তাবাদ ছিল ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদান। এদের ইংরেজ বিরোধীতার ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। তবে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা দেয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর ইংরেজ বিরোধীতার কারণ হিসাবে। কেউ কেউ বলেছে পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যে গণতন্ত্র ও দেশপ্রেম জড়িত ছিল, সেই আদর্শকে এরা ভারতে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। আবার অনেকে মনে করে সম্পূর্ণ গোষ্ঠী স্বার্থরক্ষার জন্য এরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করে।

অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা যেমন - আর. সি. মজুমদার, অমলেশ ত্রিপাঠী, এস. এন. ব্যানার্জী, দাদাভাই নৌরজী, পি. সিতারামাইয়ার মতে - ইংরেজ শাসন ছিল ঔপনিবেশিক শাসন, যার দ্বারা তারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণ করে চলেছিল। এরা মনে করেন, ইংরেজ বিরোধীতার আসল কারণ ছিল, বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণা। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করলেও এই আন্দোলন সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সুমিত সরকার জাতীয়তাবাদী বিশ্লেষণের সমালোচনা করে বলেছেন, ভারতীয়রা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। আর. সি. মজুমদার স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর যে গ্রন্থ লিখেছেন, সুমিত সরকার তারও সমালোচনা করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ভ্যালেন্টাইন চিরলও মনে করেন, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতে কোন রাজনৈতিক জাতির অস্তিত্ব ছিল না। তিনি তাঁর "Indian Unrest" গ্রন্থেও দেখিয়েছেন, ভারত ছিল শুধুমাত্র ভৌগোলিক সত্ত্বা। বৈদেশিক আক্রমণের সম্মুখীন না হওয়ার আগে পর্য্যন্ত ভারতে কখনো রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠেনি। তিনি ভারতীয়দের রাজনৈতিক প্রতিবাদের পেছনে ব্রাহ্মন বা হিন্দুদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছেন। বাংলার যুবকদের সংগ্রামে উৎসাহ যুগিয়েছিল ধর্মীয় ও দার্শনিক মতাদর্শ। একথা মেনে নিয়েও তিনি ইংরেজী শিক্ষিত উচ্চবর্ণের ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা নিজেদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ব্রিটিশদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেছিল।

ব্রিটিশ রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষের কোন প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, ভারতের ইতিহাসে এই দুটির অস্তিত্ব কখনোই ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজরা ভারতে আসেনি। আর ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভারতীয়দেরই সহযোগীতায়। এছাড়া এদের মতে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলতে যা বোঝায়, তা আসলে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চাকাঙ্খা মেটানোর প্রচেষ্টা।

ভারতের নেতৃত্বকে নিয়ে যে, অতিরঞ্জন করা হয়, কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা তার সমালোচনা করেছেন। অনিল শীল, ওয়াসব্রুক এরা মনে করেন, ভারতে ইংরেজ শাসন ছিল বিদেশী শাসন, কিন্তু উপনিবেশিক শাসন নয়। বিদেশী শাসন ব্যবস্থা বলতে বোঝায়, শাসকরা বিদেশী, কিন্তু শাসন ব্যবস্থা এদেশীয়। তাঁর মতে, ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শোষণ করতেন না। তারা আরো বলেছেন, ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা। যেহেতু এই আন্দোলনে জাতীয়তার কোন কথাই নেই। তাই একে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলা যায় না। তার মতে, ভারত কোন রাষ্ট্র ছিল না। কারণ, তার জন্য যে, রাষ্ট্রীয়ত্ব বোধ থাকা দরকার তা ভারতীয়দের ছিল না। ভারত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল, যারা নিজেদের সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য চেষ্টা করেছিল। জাতপাতের উর্দ্ধে উঠে এরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি।

৯০-এর দশকে কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা নতুন করে এ সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করেন। এই সময় তারা বলেন, ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল ক্ষমতার প্রতিযোগীতার মধ্য দিয়ে। জাতীয়তাবাদ হল আঞ্চলিক, প্রাদেশিক স্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। আঞ্চলিক স্বার্থের প্রয়োজনে জনগণ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। একই ধরনের সম্পর্ক তৈরী হয় প্রাদেশিক স্তরেও এবং আঞ্চলিক স্তরেও প্রাদেশিক স্তরে একটি বোঝাপড়া তৈরী হয়। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদের খুব একটা ভূমিকা ছিল না। বরং এখানে সরকার বিরোধী গোষ্ঠী স্বার্থ প্রাধান্য পায়। গ্যালহার তাঁর "Party And Politics" গ্রন্থে সম্রাট তৃতীয় জর্জের রাজসভায় যে গোষ্ঠী কলহ হয়েছিল তার আলোচনা করেছেন। এই বক্তব্য তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিয়ে আসেন। এস. গোপাল তাঁর এই মতের সমালোচনা করে বলেছেন, কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা এই আন্দোলন থেকে সততা, চরিত্র সবই অপসারণ করেছেন। এদের বক্তব্য গ্রহণ করলে বলতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সঠিক পথ পাননি বলেই ''আনন্দমঠ'' লিখেছিলেন। যদি শুধু ক্ষমতা লাভের কথা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন কেন তা বোঝা যায় না।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নতুন অর্থনৈতিক শক্তির ভূমিকাকে বড় করে দেখেছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর, "Indian ~~Intrasetion~~ TRANSITION" গ্রন্থের জাতীয়তাবাদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন যে, বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাবেই সৃষ্টি হয় জাতীয় রাষ্ট্র। জাতীয়তাবাদ হল নব্যবুর্জোয়াদের উচ্চাকাঙ্খার প্রকাশ মাত্র। Levkersky মন্তব্য করেছেন যে,

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশে ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে সামাজিক পরিবর্তনের পালা চলেছিল, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তারই চূড়ান্তরূপ। ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের অনুপ্রবেশ নতুন ভূমি ব্যবস্থার ফলে ভারতে বণিক, কোম্পানীর দালাল, ব্রিটিশ বণিক, মহাজন প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠে এবং সামাজিক শ্রেণীর। রজনীপাম দত্ত, তাঁর "India Today" গ্রন্থে লিখেছেন, ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক শিল্পের বিকাশই বুর্জোয়াদের উত্থানে সাহায্য করেছিল এবং এরা দ্রুত পরিণত হয়ে উঠেছিল। ফলে এই শ্রেণীর পক্ষে উপনিবেশিক শাসনের অবসানের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠা ছিল স্বাভাবিক।

বিপান চন্দ্রও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর উত্থান হিসাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে গুরুত্ব দিয়েছেন, ভারতীয় বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় কর্তৃক সৃষ্ট ও লালিত মতাদর্শকে। তাঁর মতে, ভারতীয় বুদ্ধিজীবিরা সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি ও ভারতীয়দের স্বার্থের সঙ্গে তাঁর সংঘাত লক্ষ্য করে অবিরত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন। এর ফলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। তাছাড়া বিপানচন্দ্রের মতে, আধুনিক কালে দুধরনের সংঘাত দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম সংঘাত হল ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের, দ্বিতীয় সংঘাত হল, ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে। বিপিন চন্দ্র প্রথম সংঘর্ষকে বলেছেন, Secondary Contradiction. রাষ্ট্রবাদী ঐতিহাসিকরা প্রথম সংঘর্ষকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু বিপানচন্দ্র মনে করেন, কংগ্রেস দুটি আন্দোলনকে সমান ভাবে দেখেছেন।

সম্প্রতি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের উৎস সন্ধানে যে নতুন পথটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাহল নিম্ন বর্গের ভূমিকা। রণজিৎ গুহ সম্পাদিত "Subaltern Studies"-এ ইতিহাস বিদ্যার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অনেকের নজর কেড়েছে। রণজিৎ গুহ ও তাঁর সহকর্মীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এলিটদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন মনে করেন না। এদের অভিযোগ, যারা 'এলিট' নেতৃত্বকে অযথা গুরুত্ব দেন তারা ১৯ শতকের অসংখ্য বিদ্রোহের মধ্যে জাতীয়তাবাদের রূপ দেখতে পান না। অথচ ঐ সময় সরকারী চাকরীর অধিকার নিয়ে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ বলে মনে করেন। রণজিৎ গুহ আরো বলেছেন, ব্রিটিশ যুগে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের চেতনার যে দুটি ধারা বয়ে চলেছিল, তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। উচ্চবর্গের নেতৃত্বে এই দুটি ধারা অনেক সময় মিলিত হয়েছে, কিন্তু ঐ মিলন শুভ হয়নি। নিম্নবর্গের মানুষরা ব্যবহৃত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সামন্তশ্রেণীর অস্ত্র হিসাবে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়। অথচ এদের সংগ্রামী মনোভাব বা বিদ্রোহগুলিকে উচ্চবর্গের নেতৃত্ব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রূপ দিতে পারেনি।

যাইহোক, একথা অনস্বীকার্য যে, নিম্নবর্গের ভূমিকাকে বাদ দিলে এলিটদের অহিংস বা অহিংসা কোন আন্দোলনই সাম্রাজ্যবাদের কঠিন দূর্গ প্রাচীরে সামান্যতম ফাটল ধরাতে পারত না। বস্তুত, ভারতে রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে অনেক জটিল পথ ভেঙ্গে। তাই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাখ্যার সরলীকরণ সম্ভব নয়। ইংরেজ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের 'এলিট' প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গী, মার্কসীয় ঐতিহাসিকদের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং নিম্নবর্গের ভূমিকার সাম্প্রতিক আলোচনা ইতিহাস বিদ্যার যে নবদিগন্ত খুলে দিয়েছে তাতে আগামী দিনের ঐতিহাসিকদের সমস্যাও দায়িত্ব দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন ও পরস্পর বিরোধী মতামতের মধ্যে সেতুবন্ধন করে, সর্বজন গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কঠিন কাজ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

Soumyajit
15.06.2021

Scanned by CamScanner